আসল জয়নগরের মোয়া ও নলেন গুড়ের খোঁজ মিলবে রাজ্য সরকারি ওয়েবসাইটেই

বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় • জয়নগর

শীত এলেই পাড়ার দোকান থেকে শুরু করে ফেরিওয়ালার কাছে মেলে 'জয়নগরের মোয়া'। সবাই বলেন জয়নগরের মোয়া। কিন্তু, এর অধিকাংশই সেখানকার আসল মোয়া নয়। তাই জয়নগরের মোয়ার নামে নকল মোয়াই কেনেন ক্রেতারা। এভাবে দিনের পর দিন ঠকার দিন এবার শেষ হতে চলেছে। কলকাতা শহর ও ভিন জেলার ক্রেতাদের কথা মাথায় রেখে সুফল বাংলার সাইটে শহরের কতগুলি আউটলেটে জয়নগরের খাঁটি (জিআই লেগোসহ) মোয়া পাওয়া যাবে, তার সুলুক-সন্ধান দেওয়া হয়েছে। মোয়ার পাশাপাশি মিলবে আসল নলেন গুড়ও। সরকারি আউটলেটে জয়নগরের মোয়া ও গুড় নিয়ে বিপণনের ব্যবস্থা এই প্রথম।

কনকচূড় ধানের খইয়ের সঙ্গে নলেন গুড় মিশিয়ে তৈরি হয় আসল জয়নগরের মোয়া। সুস্বাদু, মুখে দিলেই গলে যায়। কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ চিনি ও সাধারণ খই মিশিয়ে তাকে আসল বলে চালাচ্ছে। ফলে ঠকছেন ক্রেতারা। সেই কারণে আসল ও নকল মোয়া চেনাতেই এবার অনলাইনে জোরদার প্রচারে নামল জয়নগর মোয়া নির্মাণকারী সোসাইটি। নিজেদের সাইট ছাড়াও রাজ্য সরকারের কৃষি বিপণন দপ্তরের অধীন www.sufalbangla.in সাইটে এ নিয়ে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ভেজাল জয়নগরের মোয়ার রমরমা অনেকদিন ধরে চলছে। চিনির সঙ্গে আখিগুড় মিশিয়ে তার উপর সাদা ক্ষীর ছড়িয়ে তৈরি হচ্ছে মোয়া। চলতি শীতে এখনও জয়নগরে খেজুর গাছের রস সেভাবে আসেনি। তার একমাস আগে থেকে রঙিন প্যাকেটে জয়নগরের মোয়া বিক্রি শুরু হয়ে গিয়েছে। কোনও প্যাকেটে প্রস্তুতকারীর নাম ও ঠিকানা নেই। কয়েকজন দোকানদারকে এ নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে উত্তর এল, গত বছরের গুড় দিয়ে হয়েছে। আর খই? উত্তর সেই একই। বাস্তব হল, এখন অধিকাংশ জায়গাতে ৭৫ শতাংশ খেজুর গাছ কাটা হয়েছে। কনকচূড় খই অবশ্য বাজারে চলে এসেছে।

দক্ষিণ বারাসতের বাসিন্দা কেন্দ্রীয় সরকারের জিআই পাওয়া জয়নগর মোয়া নির্মাণকারী সোসাইটির সম্পাদক অশোক কয়াল জানালেন, এই ভেজালের জন্য জয়নগরের নাম খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বাস্তবে জয়নগর-১, জয়নগর-২ দু'টি ব্লকে প্রচুর মানুষ দীর্ঘদিন ধরে খাঁটি মোয়া তৈরি করছেন। কিন্তু, তাঁরা বাজার পাচ্ছেন না। মোয়া নির্মাণকারী সোসাইটি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই খাদ্যবস্তুর ভৌগোলিক নির্দেশিকা পাওয়ার জন্য দৌড়ঝাঁপ শুরু করে। তারই ফসল জয়নগরের মোয়ার জিআই স্বীকৃতি। তবে তা পেলেও ভেজাল বন্ধ করা যায়নি। কারণ, এই দু'টি ব্লকে মোয়া তৈরির সঙ্গে যুক্তদের এর মধ্যে আনতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের বেশ কিছু নিয়মকানুন মানতে হয়। চলতি বছরে জয়নগর-মজিলপুর ও দক্ষিণ বারাসতের ২০ জন অভিজ্ঞ ও দীর্ঘদিনের মোয়া নির্মাণকারী জিআই ব্যবহারের স্বীকৃতি পেয়েছে। সুফল বাংলা সাইটে গেলে আসল মোয়ার কারিগরদের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে। জয়নগরের মোয়ার প্যাকেজিং নিয়েও বছরখানেক আগে প্রশ্ন উঠেছিল। কারণ, এই মোয়াকে সুস্বাদু ও তাজা রাখতে কোনও প্রিজার্ভেটিভ প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কারণ, তাহলেই এর স্বাদ-গন্ধই নষ্ট হয়ে যাবে। তাই জয়নগরের মোয়ার মেয়াদ বৃদ্ধিতে কেন্দ্রীয় সরকারি একটি সংস্থায় গবেষণার জন্য পাঠানোও হয়েছে।